দামুড়হুদায় ওরা বন্ধু সংঘ’র পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ

দামুড়হুদায় ওরা বন্ধু সংঘ’র উদ্যোগে “উষ্ণতার ছোঁয়ায় আমরা,এই শীতে শীতবস্ত্র নিয়ে আপনাদের পাশে” স্লোগানকে ধারণ করে বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরেও শীতার্ত বিধবা, গরীব, দুস্থ ও অসহায়দের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন। উপজেলার চারটি ইউনিয়নের অর্ধশতাধিক মানুষের মধ্যে শীত নিবারনের জন্য শীতবস্ত্র(কম্বল) বিতরণ করা হয়। এতে শীতার্ত ওই মানুষগুলোর মুখে ফুটেছে হাসি।

আজ শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে প্রতিষ্ঠানটির অস্থায়ী কার্যালয়ে ওই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

ওরা বন্ধু সংঘ’র” প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাংবাদিক মুরশেদ বীন ফয়সাল(তানজীর) এর সভাপতিত্বে বিতরণ কালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবক হাজী মো.আব্দুল কাদির।

শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ সত্যিই আনন্দের এমন অনুভূতি প্রকাশ করে অসহায় গরীব, বিধবা দরিদ্র মানুষের কল্যানে কাজ করার জন্য “ওরা বন্ধু সংঘ” র ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন,শীতের সময়ে বিভিন্ন স্থানে বস্ত্রহীন মানুষের দেখার মত মানুষের সংখ্যা কমই রয়েছেন। অবশ্য সেবামূলক এই সংগঠনটির সাথে নিজেকে দীর্ঘদিন জড়িত রেখে বুঝেছি,সংগঠনটির সকল কার্যক্রম সত্যিকার অর্থে প্রসংশার দাবি রেখে চলেছেন,এজন্য আয়োজকদেরকে জানাচ্ছি অভিনন্দন।

তিনি আরও বলেন, কনকনে শীত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে সমাজের অসহায় মানুষগুলোকে আরও অসহায়ত্ব করে তোলেন।এই শীতে শীতার্ত অসহায় দরিদ্র মানুষের প্রতি সমাজের সামর্থ্যবান মানুষের সাহায্য সহানুভূতির হাত সম্প্রসারিত করে এসকল মানুষেরমাঝে পর্যন্ত পরিমাণ শীতবস্ত্র বিতরণ করে পাশে থাকাও আহবান জানিয়ে অতীতের মতোই তিনি অত্র সংগঠনটির সকল উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যাক্রমে পাশে থাকার আশাব্যাক্ত করেন।

ওরা বন্ধু সংঘ’র উপদেষ্টা শিক্ষক ও সাংবাদিক মো. হাফিজুর রহমান কাজলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রকৌশলী মো.ইমরান হোসেন,দামুড়হুদা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি মো: মাকসুদুর রহমান রতন। সংগঠনের সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ,সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক মো: নেছার আহমেদ সহ সংগঠনটির সদস্যগণ।

শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির পূর্বে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শীতার্ত অসহায়,দরিদ্র মানুষের পাশে সমাজের বিত্তশালীদের দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন,এ বছরে কিছু মানুষের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় আজকে অর্ধ শতাধিক মানুষের হাতে “ওরা বন্ধু সংঘ” দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গার পক্ষ থেকে উপজেলা সদরের আশপাশের গ্রামের অসহায়, দরিদ্র, বিধবা ও বয়স্কদের হাতে শীত নিবারনের জন্য শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আরো কিছু শীতবস্ত্র আগামী বুধবারের মধ্যে বৃদ্ধা, অসুস্থ প্যারালাইসিজ রোগে বিছানায় রয়েছেন তাদেরকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উপস্থিত সুবিধাভোগীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,আপনাদের মাঝে এই শীতে শীতবস্ত্র তুলে দিতে পেরে ভালো লাগছে। এই শীত আসেন কারো কাছে রং বাহারির পোশাক গায়ে জড়ানো, আবার কারো কারো কাছে বেঁচে থাকার লড়াই। এই শীতে উপস্থিত সহ তাদের পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধাদের বাড়তি যত্ন নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি উপস্থিত সকলের নিকট যাদের সহযোগিতায় শীতবস্ত্র বিতরণ করতে পারছি তাদের ও তদের পরিবারের জন্য দোয়া কামনা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের ১৫২২ তম সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের ১৫২২ তম পদধ্বনি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫২২তম এই আসরে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল। স্বরচিত লেখা পাঠ করেন গোলাম কবীর মুকুল, বনলতা,শহিদুল ইসলাম,হুমায়ুন কবীর,সুমন মালিক,কাজল গুরু,এম এ মামুন,আবু নাসিফ খলিল, আনছার আলী, সুমন ইকবাল,শিনোনাম মেহেদী, খোন্দকার রোকনুজ্জামান, কবি নজমুল হেলাল প্রমুখ।

স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহয়োগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান এবং চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ।ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা কবি ডব্লিউ বি ইয়েট’র উপর আলোচনা করেন সহযোগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল। অনুভূতি ব্যক্ত করেন ডা. হেদায়েত উল্লাহ, কাজল মাহমুদ,মতিয়ার রহমান,শেখ পিন্টু এবং হোসেন মোহাম্মদ ফারুক ।অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করলেন তানভির সোহেল

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রেসক্লাব থেকে পদত্যাগ করেছেন সাংবাদিক তানভির সোহেল। তিনি আজ শুক্রবার রাতে প্রেসক্লাবের দপ্তর সম্পাদকসহ প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন।

তিনি দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন ও জাতীয় দৈনিক সমকালের আলমডাঙ্গা

প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন।

আলমডাঙ্গায় মূল ধারার যে ক’জন সাংবাদিক দীর্ঘদিন যাবত সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন এর মধ্যে তিনি অন্যতম। আজ শুক্রবার তিনি তার পদত্যাগ পত্র সাংগঠনিক সম্পাদকের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন।

দামুড়হুদার সড়ক গুলো মাটিভর্তি অবৈধ ট্রাক্টরের দখলে

দামুড়হুদা উপজেলায় প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভেজা মাটিভর্তি অবৈধ ট্রাক্টর। এতে করে সড়কগুলোতে ভেজা মাটি পড়ার পর তা শুকিয়ে পুরু আস্তরণ তৈরি হচ্ছে, যার কারণে যেকোন সময় বড়ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে কারোরই কোনপ্রকার মাথাব্যথা নাই। মনে হচ্ছে সবাই স্টেডিয়ামে বসে চুপচাপ খেলা দেখছে। এ কারণে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন সবাই বড় বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিবে। কিন্তু আগে থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা অনেকখানিক কমে যাবে, যা এখন কেউই গ্রহণ করছে না।

সরেজমিনে যেয়ে দেখা যায়,দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সড়কগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভেজা মাটিভর্তি একাধিক ট্রাক্টর। প্রতি মিনিটেই রাস্তায় ট্রাক্টরের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ট্রাক্টরগুলো অতিরিক্ত গতিতে মাটিভর্তি করে নিয়ে কোনকিছুর তোয়াক্কা না করে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে। ট্রাক্টর পার হয়ে যাওয়ার পর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নানারকম মন্তব্য করছে মানুষজন।

একাধিক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, কাকডাকা ভোরে ট্রাক্টরের বিকট শব্দে এখন ঘুম ভাঙে। তারপর থেকে একটানা দিনভর ট্রাক্টরের শব্দ আর ধুলাবালি সহ্য করে দিন পার করতে হচ্ছে। রাস্তার উপর ট্রাক্টর থেকে ভেজা মাটি পড়ে তা শুকিয়ে পাকা রাস্তা আর চেনার মতো অবস্থা

থাকছে না। এ সমস্ত ভেজা মাটিগুলো বিভিন্ন ইটভাটায় সরবরাহ করা হচ্ছে যার ফলে ইটভাটার সামনের সড়কগুলোর অবস্থা আরও খারাপ।

এমনিতেই এ সমস্ত মাটির উপর মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য গাড়ির চাকা স্লিপ কাটছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে রাস্তা দিয়ে চলার মতো কায়দা নেই, ছোট ছোট দুর্ঘটনা ঘটতেই আছে, আর যদি একটু বৃষ্টি বেশি হয় তাহলে সড়কগুলোতে বড়ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বেশীরভাগ সময় বালু বহন করা ট্রাক্টরগুলো বালু না ঢেকেই অহরহ সড়কে চলাচল করছে। কিছু সময় ঢাকলেও তা নামমাত্র। ফলে বালু উড়ে এসে রাস্তায় চলাচলরত বিভিন্ন যানবাহনের চালকদের চোখেমুখে যেয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করছে।

এমনিতেই ট্রাক্টরগুলো চাষের কাজে ব্যবহার করার কথা। কিন্তু তার সাথে ট্রলি যুক্ত করে মাটি, বালুসহ অন্যান্য মালামাল বহন করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু অদৃশ্য ক্ষমতার বলে এ সমস্ত ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো দূরের কথা তাদেরকে নির্দিষ্ট কোন নীতিমালার ভেতরেও আনা সম্ভব হচ্ছেনা। এসব ট্রাক্টরের চালকদের বেশীরভাগেরই কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই, তাছাড়া এরা একেবারেই অনভিজ্ঞ। ট্রাক্টরে মাটি, বালু ভর্তি করা শ্রমিকের কাজ করতে করতে তাদের অনেকেই ট্রাক্টরের চালক হয়ে যাচ্ছে। অতিদ্রুত এসব ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সচেতন মহল সহ এলাকাবাসী।

পাঁচ বছরে অসমাপ্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করবো-এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন শপথের পর গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গায় নেতাকর্মিদের মাঝে উপস্থিত হলে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করা হয়। বেলা ১১ টার দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য

সাক্ষাতে মিলিত হন তিনি ।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা আপনাদের পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন। রাব্বুল আলামিন আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, সেজন্য দলের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী বিশেষ করে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগ, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দসহ যারা নৌকার পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমাদের কিছু কাজ এখনও বাকি আছে, স্কুল কলেজের অনেক কাজ বাকি আছে, কিছু রাস্তাঘাটের কাজও বাকি আছে, সেই সব অসম্পুর্ন কাজগুলো এই ৫ বছরে সম্মন্ন করতে হবে।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি শান্ত জেলা। একসময় চুয়াডাঙ্গাকে অশান্ত করে তুলেছিল,অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল,আমাদের আমলে ১৫ বছরে সেই চুয়াডাঙ্গায় শান্ত পরিবেশে গড়ে তুলেছি।আমরা শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে চাই।ভোটকে কেন্দ্র করে কিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছে,আপনারা শান্ত থাকবেন। নতুন করে কেউ কোন ঘটনা ঘটাবো না,তবে যদি কেহ পায়ে ল্যাং মেরে ঝগড়া বাধাতে চাই তাহলে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমাদেরকে সব সময় ধৈর্য ও শান্ত থাকতে হবে,বিনা কারণে কেউ ঝগড়া বিবাদে জড়াবেন না।আমরা সবাই শান্ত থাকব,শান্ত থাকলে আমাদের সকলেই ভাল বলবে।

সকলকে স্বীকার করতে গত ১৫ বছরে চুয়াডাঙ্গায় কোন চাঁদাবাজী নেই,আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা,দামুড়হুদার কোন ব্যবসায়ি বলতে পারবে না চাঁদাবাজী হয়েছে। আমরা কিন্ত এইদিকটা কঠোর ভাবে দেখেছি,আমরা এও দেখেছি বিএনপি,জামাতের আমলে কাপড়ের দোকানদের কাছ থেকে বাড়িতে দেখানোর নাম করে নিয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি।

তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলায় শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করেছি,আগামী ৫ বছরও সেভাবে বসবাস করবো। এই নির্বাচনে গরীব মানুষেরা আপনাদের কথা রেখেছে,আপনাদের তাদের প্রতি সদয় আচরণ কতে হবে।

তিনি আরো বলেন আওয়ামীলীগ একটা ঐতিহ্যবাহী সংগঠন।এবারের নির্বাচনে আপনারা প্রমাণ করেছেন তৃনমুল সংগঠনের নেতাকর্মিরা কখনও

ভুল করে না।আজ বিএনপি যদি নির্বাচনে আসত আমরা সহজে চিনতে পারতাম অমুক লোক বিএনপি করে,কিন্ত নিজ দলের মধ্যেকার লোক যখন অন্য পক্ষ অবলম্বন করে তখন সেভাবে কাউকে চেনা যায় না। কে কোন দিকে কি করছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা। উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্পাদক ইয়াকুব আলীর উপস্থাপনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন,জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, শাহ আলম, হামিদুল ইসলাম, জেলা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলমডাঙ্গা, পৌর সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হাজী ঠান্ডু রহমান, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজা ইমতিয়াজ বিপুল, মোখলেছুর রহমান শিলন, মোজাহিদুর রহমান লোটাস, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আসাদুল হক মিকা, আবু সাইদ পিন্টু,তাফসির আহমেদ লাল, সোহানুর রহমান সোহান, জেহালা ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, বিল্লাল গনি, দিদার মালিতা, রাহাব উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, জয়নাল আবেদীন, জিনারুল ইসলাম বিশ্বাস, নাহিদ হাসনাত সোহাগ, মকবুল হোসেন, শহিদুল ইসলাম লাল্টু, যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, আশাদুল হক ডিটু, পাপন, মনিরুজ্জামান হিটু, সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল ইসলাম, বাদশা, নাহিদ হাসান তমাল, সাকিব, অটল, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, সহসভাপতি আলতাব হোসেন, ববিতা খাতুন, স্বপন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, মহিলা আওয়ামীগের সভাপতি সাহিদা খাতুন সহ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.জে.এম আব্দুর রকিবের নেতৃত্বে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, সিরিয়র প্রভাসক ড.মাহবুবুর রহমান, তাপস রসিদ, ওসি শেখ গনি মিয়া, ওসি তদন্ত একরাম হুসাইন, টোটন জোয়ার্দার, সহকারি অধ্যাপক, আব্দুল মেনায়েম, শেখ শফিউজ্জামান, সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, ইকবাল হাসান, সিনিয়র প্রভাষক আনোয়ারুজ্জামান, মাকুদুর রহমান, জিয়াউর রহমান, আদিল হোসেন, তাসলিমা খাতুন, রাহাত

আরা, জেসমিন আরা খানম, শরিয়ত উল্লাহ, মনিরুজ্জামান, রাশেদুল মমিন, ড.মহাবুব আলম, রফিকুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম, তাপস রশিদ, রেজাউল করিম, আব্দুল হাই, হাবিবুর রহমান, আব্দুস সেলিম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় মাঘের শীতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, বিপর্যস্ত জনজীবন

চুয়াডাঙ্গায় হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেই টানা দুই ঘণ্টা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে হিমেল হাওয়ায় শীতের তীব্রতা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। এতে কৃষকসহ দিনমজুররা পড়েছেন চরম বিপাকে।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ৬টা থেকে সকাল ৮টা ১০ মিনিট পর্যন্ত জেলায় ১৯ দশমিক ৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও দুপুর ১২টায় রেকর্ড করা হয়েছে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াল তাপমাত্রা। এর আগে বুধবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে চুয়াডাঙ্গায় কয়েক দিন মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার জেলার সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যথারীতি কার্যক্রম চলতে দেখা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আতাউর রহমান বলেন, বুধবার আলোচনা করে বৃহস্পতিবার জেলার সকল মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে কথা বলে সম্ভাব্য জেলার পূর্বাভাস জেনে আলোচনা সাপেক্ষে সামনে সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তবিবুর রহমান জানান, বৃহস্পতিবার জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াল।

তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে হলে স্কুল বন্ধের নির্দেশনার জন্য বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী জেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খোলা রয়েছে। আমি জেলার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেছি। ৬০-৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এসেছে।

দর্শনায় গাঁজা সহ নাস্তিপুরের আকাশ গ্রেফতার

দর্শনায় গাঁজাসহ নাস্তিপুরের আমিনুল হক ওরফে আকাশ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আজ বুধবার সন্ধা পৌনে ৭টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সোহেল রানা সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর গ্রামে।

এসময় গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মানিক হোসেনের পূর্ব দুয়ারী পাকা বাড়ির গেট সংলগ্ন গলির রাস্তার উপর হতে আমিনুল হক ওরফে আকাশ (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ৫ শত গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করেন। ফলে পুলিশের অভিযান টেরপেয়ে পালিয়েছে মানিক হোসেনের স্ত্রী দেলোয়ারা খাতুন ওরফে পাখি (৪৫)।

গ্রেফতারকৃত আমিনুল হক ওরফে আকাশ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা ও ইসরাফিল হোসেনের ছেলে।

এ ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করেছে।

দর্শনার বাড়াদী বিলের জোরপূর্বক মাছ ধরে নিয়েছে আকরাম ও তার দলবল

লিজের টাকা তো দিলোই না। অপরদিকে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আমার ছাড়া দেশী মাছগুলো জোর পূর্বক ধরে নিয়ে গেলো।

কান্না জড়িত কন্ঠে কথাগুলো বলেছে ছয়ঘরিয়া গ্রামের মৃত আলমগীর আল্লামা ইকবাল এর ছেলে আবু খালিদ মোঃ শমসের আলী। গত বাংলা-১৪৩১ সালের শ্রাবন মাসে আবু খালিদ মোঃ শমসের আলী বাড়াদী বীলে ৬৩৭ দাগে ৪ বিঘা জলকারের ৩ লাখ ৬ হাজার টাকায় জোর পূর্বক লিজ নেই বারাদি গ্রামের মাঝ পাড়ার মৃত মোজ্জাফর আলীর ছেলে আকরাম হোসেন (৬০)।

গত ৩০ শে-১৪৩১ পৌষ এ জোরপূর্বক লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভেড়ী বাধেঁর মাছ ধরে নেয়। এরপরও গতকাল আবু শমসের এর জলকারে বিশ প্রয়োগ করে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি নিস্কাশন করে প্রায় ২ লাখ টাকা মুল্যের দেশী মাছ জোরপূর্বক ধরে নেয়। এমনকি এলাকার মানুষ লেলিয়ে দিয়ে সমস্ত মাছ ধরে নেয়। জোরপূর্বক লিজের ২লাখ ৫০ হাজার ৬শত টাকা দেয়নি। বরং দেশী মাছগুলোও ধরে নিয়ে গেছে বাড়াদী গ্রামের মৃত মোজ্জাফর আলীর ঝেলে আকরাম হোসেন (৬০) ও একই গ্রামের মোতালেব আলীর ছেলে ইলিয়াস হোসেন (৪৫)। বড়বলদিয়া গ্রামের ন্যাড়া মিয়ার ছেলে মামুন (৪২) ও সাড়াবাড়িয়া গ্রামের নাজমুল ইসলাম। এমনি অভিযোগ করেছে আবু খালিদ মোঃ শমসের।

এ বিষয় আবু খালিদ মোঃ শমসের আরো বলেন, এছাড়া আমার জমির সমস্ত কাগজপত্র থাকা স্বত্তেও কিছু প্রভাশালী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এভাবে আমার জলকার ও জমিতে ধান চাষ করে আসছে। তিনি আরো বলেন, থানায় অভিযোগ করেও ফলাফল পাইনি।

এ বিষয় আকরাম হোসেন বলেন, আমরা জমি লিজ বাবদ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছি এবং দেড় মন খাওয়ার মাছ দিয়েছি। আমরা নিয়ম মাফিক লিজ নিয়েছি এবং লিজের চুক্তিনামায় গ্রামের ৩শত জনের স্বাক্ষর আছে।

এ ক্ষেত্রে আবু খালিদ মোঃ শমসের বলেন, আমাকে শুধুমাত্র ৩০ কেজি তেলাপিয়া মাছ আর ৫০ হাজার টাকা দেয়। এছাড়া আর কিছুই পায়নি। বাকি

টাকা তো দেয়নি এবং আমাকে প্রান নাশের হুমকি দিচ্ছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি প্রশাসনের কাছে।

চুয়াডাঙ্গায় বৃষ্টির মতো ঝরছে ঘনকুয়াশা

একদিনের ব্যবধানে চুয়াডাঙ্গায় তাপমাত্রা কমেছে প্রায় তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস। একই সাথে তাপমাত্রার পারদ নেমে এসেছে মৃদু শৈতপ্রবাহের কোটায়। আজ বুধবার সকাল ৯টায় জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা আগের দিন ছিলো ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সারাদিন সূর্যের দেখা মেলেনি। বৃষ্টির মতো ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে ঘনকুয়াশা। সাথে যোগ হয়েছে উত্তরের হিমেল হাওয়া। এতে তীব্র শীতের অনুভূতি স্বাভাবিক জীবন বাধাগ্রস্ত করছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক রকিবুল হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। বুধবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে।
জেলার ছিন্নমূল মানুষদের দাবি, তীব্র শীতে তাদের শীতবস্ত্রের প্রয়োজন। সরকারিভাবে যে কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় কম। সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা জানান, ‘ইতিমধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের অনুক‚লে দুই ধাপে ২৪ হাজার ৩০০টি সরকারি কম্বলের বরাদ্দ পাওয়া গেছে। যেগুলো স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে বিতরণ অব্যাহত আছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]